# প্রিয়তমা

# তোমাকে যেভাবে চাই

## রাকিবুল এহছান মিনার

আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

# প্রত্যাশার স্বপ্নঢেউ

তারুণ্যের সাহিত্য মানেই নতুনত্বের স্বাদ, চিন্তার বাগানে নতুন গোলাপ। ভাবনার ডালে নতুন পাখির গান। তারুণ্যের কল্পনাবৃক্ষ মানেই সবুজাভ পৃথিবী, সম্ভাবনার নতুন সকাল। আমরা এমনটি প্রত্যাশা করি। সেই প্রত্যাশায় ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছেন কবি রাকিবুল এহছান মিনার। তাঁর গীতিকবিতায় যেমন নতুনত্বের পরশ ঝিলিক মারে, তেমনই কবিতার জানালায় নতুন ভোরের চমক দৃশ্যমান। 'প্রিয়তমা—তোমাকে যেভাবে চাই' কাব্যগ্রন্থটি তেমন খবরই জানাচ্ছে আমাদের।

শব্দের জুতসই গাঁথুনি, উপমার শৈল্পিক কারুকাজ এবং ছন্দের স্বপ্নখেলা কবিতাকে রূপময় করে তোলে। বিষয়বস্তু কবিতাপ্রাণের চাহনি। সময়কে ধারণ করতে না পারলে কবিতার চোখ দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়ে। রাকিবুল এহছান মিনার চেষ্টা করেছেন কবিতার চোখে জীবনের প্রকৃত রঙের আলপনা অঙ্কন করতে।

বিয়ের পিড়িতে তাঁর বসা হয়নি এখনো। কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমাকে সাজিয়েছেন মনের আয়নায়। সাজানোর ঢঙ এবং পরিকল্পিত ডেকোরেশন সত্যি পাঠকের মন কাড়তে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাপিত জীবনে একজন প্রিয়তম মানুষ মানেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রেষ্ঠ সম্পদের সুখের দোলনায় দোলায়িত হোক প্রতিটি দম্পত্তি, কাব্যগ্রন্থটি তেমন সম্ভাবনার কথাই জাগিয়ে দিচ্ছে। অফুরন্ত ভালোবাসা লেখক-পাঠক সকলের জন্য।

**ড. মাহফুজুর রহমার আখন্দ**
প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
সাধারণ সম্পাদক, কবিতা বাংলাদেশ।

# বিশুদ্ধ ভালোবাসার কাব্যিক ছন্দ

ভালোবাসা এটি কুরআনিক সেন্স। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসূল (সা.) আমাদের বলে দিয়েছেন কাকে ভালোবাসতে হবে, কেন ভালোবাসতে হবে এবং কাকে ভালোবাসা যাবে না। মূলত ভালোবাসার দিক বলতে গেলে অনেক বিস্তৃত এবং প্রসারিত। এই ভালোবাসার বিষয়বস্তুও আবার বহুমুখি। যেমন— 'প্রকৃতি ও প্রাণী' শুধু এই দুই বিষয়ের সাথে মানুষের ভালোবাসার শাখা-প্রশাখা হবে হয়তো-বা হাজার কিংবা লক্ষাধিক। এরপর 'মহান স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি', সে ভালোবাসা তো সাগর মহাসাগরকেও হার মানানোর বিষয়। তারপর মা-বাবা, ভাই-বোন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং স্বামী-স্ত্রী। এরকম বলা না বলা হাজারও বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয় হলো— 'জীবন সঙ্গী'।

যুগেযুগে অসংখ্য উচ্চমার্গীয় কবি সাহিত্যিকেরা সেই জীবন সঙ্গীর ভালোবাসার ক্যামিস্ট্রি বর্ণনা করে হাজার হাজার গান, কবিতা, উপন্যাস, গল্প কিংবা সাহিত্য রচনা করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। প্রিয়তমার প্রতি গভীর প্রেমের সাহিত্যিক উপমা দিতে গিয়েও কেউ কেউ সমাপ্ত করেছেন আবার কেউ হয়তো-বা অসমাপ্ত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ রেখেই চলে গেছেন এই মায়াময় পৃথিবী থেকে।

রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত কবি সাহিত্যিকেরা এসেছেন। কিন্তু সেই কবিদের মধ্যে তাহজিব তমুদ্দুনকে ঠিক রেখে যারা কবিতা রচনা করতে পেরেছেন, তাঁদের সংখ্যাটা খুব বেশি নয়। হজরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর যুগের পর জালালুদ্দিন রুমী, আল্লামা ইকবাল পরবর্তীতে আমাদের দেশে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমেদ, গোলাম মোহাম্মদ ও কবি মতিউর রহমান মল্লিকসহ এমন হাতে গোনা কয়েকজন। আমার জানামতে সেই তাহজিব তমুদ্দুনকে সমুন্নত রাখা বর্তমান সময়ের একজন কবির নাম হলো— কবি রাকিবুল এহছান মিনার।

কবি রাকিবুল এহছান মিনারের ‘প্রিয়তমা— তোমাকে যেভাবে চাই’ কবিতার বইটি পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে, একজন অবিবাহিত ছেলে তার আগামীর জীবনে আসন্ন প্রিয় মানুষটি কেমন হওয়া উচিত এবং অবিবাহিত মেয়েটি তার প্রিয় মানুষটির জন্য কেমন প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, তার অনেকটা ধারণা এই বইতে অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। একটি নতুন সংসারে এসে একটি মেয়ের কেমন যত্ন পাওয়া দরকার বা তারও কী কী বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার, সেইসব বিষয়ের নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বইটিকে সাজানো হয়েছে।

বইটিতে বিশ্বাস, ভালোবাসা, ভারসাম্য, চাওয়া-পাওয়া, ভাঙা-গড়া, দ্বীন কায়েমের পথে সক্রিয়তা ও শাহাদাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ প্রাত্যহিক জীবনের মান অভিমানে সমঝোতা করে নেওয়ার মতো সব কঠিন বিষয়গুলো নিয়েও চমৎকারভাবে কাব্যিক ছন্দ ফুটে উঠেছে।

আমি মনে করি, রাকিবুল এহছান মিনার হলো এ যুগের কবি নজরুল ইসলাম কিংবা কবি মতিউর রহমান মল্লিক। প্রিয়তমা এবং ভালোবাসার মতো এমন বিস্তৃত এবং স্পর্শকাতর একটি বিষয়কে কুরআনিক সেন্স ঠিক রেখে কবিতার ছন্দে গাঁথা, এটি কোনো সহজ কাজ নয়। নিঃসন্দেহে মিনার সে কঠিন কাজটি সহজভাবে এবং সফলতার সাথে করতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে আমি স্নেহের কবি রাকিবুল এহছান মিনারের ‘প্রিয়তমা— তোমাকে যেভাবে চাই’ বইটির যারপরনাই সফলতা কামনা করছি। আগামীতে আরও মিনারেরা আসুক, পৃথিবী হাসুক, ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ুক দিক দিগন্তে। আল্লাহ্ হাফেজ।

**ইকবাল হোসাইন জীবন**
আর্টিস্ট

*‘প্রিয়তমা—তোমাকে যেভাবে চাই’ বইয়ের নিলামে প্রথম কপিটি এক লক্ষ টাকায় কিনে দেশের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করায় আমেরিকা প্রবাসী লেখিকা হুসনে আরা বেগমের*
*প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।*

***— প্রকাশক,*** *আলোর ঠিকানা প্রকাশনী*

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর সম্পর্কগুলোর মাঝে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অন্যতম। সংসার জীবনে যে মানুষ যতটুকু সুখী, বাস্তবে একজন মানুষ মূলত ততটুকুই প্রকৃতভাবে সুখী। আবার বিপরীতে একজন মানুষ যদি নিজের পরিবারেই অসুখী হন, তাহলে তার জীবনের অন্যান্য সুখের আমেজগুলোও দিনের শেষে ম্লান হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক অশান্তি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই ঘটনা বা দুর্ঘটনাগুলোর নেপথ্যের অন্যতম কারণ পারস্পারিক বোঝাপড়ার অভাব। যে পরিবারে দম্পতিদের মাঝে বোঝাপড়া যত বেশি ভালো, সে পরিবারে সুখ-শান্তি তত বেশি।

মানুষের জীবনের এই অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতার সুন্দর সমাধান নিয়ে তরুণ প্রজন্মের উদীয়মান কবি রাকিবুল এহছান মিনার যেভাবে তার ছন্দের পসরা সাজিয়েছে, তা দেখে আমি মুগ্ধ। বিয়ের আগে থেকেই উভয়ের সামগ্রিক প্রস্তুতি ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার বিষয়ে যে চমৎকার গাইডলাইন সে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমার বিশ্বাস, এ বইটি সকল পর্যায়ের দাম্পতিদের জীবনে নতুনমাত্রা যোগ করতে সমর্থ হবে।

তরুণ কবির জন্য শুভ কামনা অফুরান। তার কলম এগিয়ে চলুক এমন আরো অসংখ্য গঠনমূলক ও বাস্তবিক সমস্যার চমৎকার সব সমাধানের পথ খুঁজে নিতে। এমন ভালো কাজের সাথে আমি সবসময় ছিলাম, আছি, ভবিষ্যতেও থাকব, ইনশাআল্লাহ।

**হুসনে আরা বেগম**

আমেরিকা প্রবাসী লেখিকা

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে ধার্মীক জীবনসঙ্গীর বিকল্প নেই। কারণ যারা ধর্ম পালন করেন, তারা ইচ্ছা করে কখনো অন্যায় করতে পারেন না। ধার্মীক ব্যক্তি সবসময় সৎ ও ভালো থাকার চেষ্টা করেন। তারা যদি কখনো অন্যায় করেও ফেলেন, তাহলে বুঝতে পারার সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেন ও তাওবা করেন।

আমি সবসময় বলি, 'একজন ধার্মীক মেয়ে একটি পরিবারের জন্য একটি সুরভিত ফুল।' ফুল যেমন তার সুগন্ধ ছড়িয়ে চারিদিকে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনই একজন ধার্মীক মেয়েও তার খোদাভীরুতা, সততা, সদাচরণ ও অমায়িক কথার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের আলোর পথে পরিচালনা করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সু-নাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাই জান্নাতি পরিবার গঠনের জন্য ধার্মীক মেয়ের বিকল্প নেই। সেই ধার্মীক মেয়ে সাংসারিক জীবনে কীভাবে হয়ে উঠতে হয়, স্বামীর কাছে কীভাবে সেরা স্ত্রী হওয়া যায়, কেমন আচারণ করে পরিবারের সদস্যদের চোখের মণি হয়ে ওঠা যায়, জান্নাতি পরিবার গঠন করতে কোন কোন দিক মেনে চলতে হবে, এই সকল বিষয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তরুণ কবি রাকিবুল এহছান মিনার তার 'প্রিয়তমা—তোমাকে যেভাবে চাই' কাব্যগ্রন্থে।

আমি মনে করি, প্রতিটি মেয়েরই এই বইটি পড়া উচিত। এই বইয়ে বর্ণিত দিক-নির্দেশনাগুলো যদি কোনো মেয়ে মেনে চলতে পারেন, তাহলে তিনি সাংসারিক জীবনে সফল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

এমন একটি চমৎকার বই প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে তরুণ কবি রাকিবুল এহছান মিনারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এমন ব্যতিক্রমধর্মী ও উপকারী একটি বই প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

আশা করছি, বইটি পাঠকমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, ইনশাআল্লাহ।

**প্রকাশক**

আলোর ঠিকানা প্রকাশনী

# পাঠক হৃদয়ের অনুভূতি

Earnest congratulations to my beloved student and talented young writer of modern time Mr. Rakibul Ahsan Minar. for your great creation, **‘Priyotoma Tomake Jevabe Chai’**.

I’m truly amazed by your such heart-touching brilliant write-up which warmed so many people's hearts for nothing but the cause of good! I certify this will change the lives of many. Please continue doing great work my dear student Minar!

I wish you all the best luck of in the world in your future endeavors

**Dr. M.Mojibul Haque, ND, PhD**

Consultant, The Center of Integrative Medicine, Texas, USA. Professor, Integrative Medicine, The University of Integrated Health(UIH), Texas, USA.

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জনপ্রিয়তা অর্জন বা আলোচনায় থাকার জন্য অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যেখানে সাহিত্যের মতো রুচিশীল জায়গাতেও এসব স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কবি রাকিবুল এহ্ছান মিনারের ‘প্রিয়তমা তোমাকে যেভাবে চাই’ এতটাই মার্জিত ভাষায় ও ধর্মের প্রলেপে রচিত হয়েছে যে, কবিতাগুলো পড়ে বিশেষ করে এখনকার তরুণ প্রজন্মের অনেক কিছুই শেখার আছে। এমন চমৎকার সাহিত্য আরো বেশি বেশি রচিত হোক। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভ কামনা রইল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ’লামিন কবি মিনারের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করুন।

**গোলাম মাহমুদ মামুন**

আমেরিকা প্রবাসী

প্রিয়তমা সিরিজের অনেক কবিতা হয় পড়েছি, না-হয় শুনেছি কিংবা কবিতার থিম সম্পর্কে জেনেছি। আমার স্বল্পদৈর্ঘ্যের জীবনে অনেক কাব্যগ্রন্থ পাঠের সুযোগ হয়েছে, কিন্তু এমন জীবনঘনিষ্ঠ, রকমারি বিষয়ের রোমান্টিক ছান্দিক উচ্চারণ খুব বেশি দেখিনি। সার্বিক বিবেচনায় বলা চলে, এটা এক অভিনব সংযোজন বাংলা কাব্যভুবনে।
'প্রিয়তমা তোমাকে যেভাবে চাই' কাব্যগ্রন্থ ও কবির জন্য শুভ কামনা রইল।

**আলাউদ্দিন আদর,** কবি, গীতিকার

যদি কেউ জানতে চায়— পারিবারিক দাম্পত্য নিয়ে কোনো বই পড়েছি কিনা? উত্তরে বলব, অনেক বই পড়েছি, কিন্তু ছন্দে ছন্দে কবিতার মাধ্যমেও দাম্পত্যের এত চমৎকার প্রেসক্রিপশন লেখা যায়, তা আগে জানা ছিল না।
'প্রিয়তমা সিরিজ'-এর যতগুলো কবিতা পড়েছি, তাতে বুঝতে পেরেছি যে, অশ্লীলতার যুগে স্বচ্ছ আর সুন্দর চিন্তাধারার নির্মাণ বইটি প্রতিটি দম্পত্তির পড়া উচিত।

**মরিয়ম মাহবুবা,** কবি

একসময় রোমান্টিক কবিতা মানেই জানতাম অশ্লীলতায় ভরপুর। হঠাৎ একদিন আপনার 'প্রিয়তমা সিরিজ'-এর কবিতার সাথে পরিচয় হয়। এরপর আমার ধারণা পালটে যায় ১৮০ ডিগ্রি কোণে।
এখন কবিতার বাজারে অশালীন বইয়ের ছড়াছড়ি; অথচ প্রিয়তমা কখনো নোংরামির পাত্র হতে পারে না। ইসলাম যেখানে নারীকে ঘরের রানী বলে, সেখানে ওসব কথিত কবিতায় নারীকে প্রচার করে ভোগের বস্তু হিসেবে।
নোংরামো, অশ্লীলতা ছাড়াও যে প্রিয়তমাকে নিয়ে রোমান্টিক কবিতা লেখা যায়, সেটা আপনার কাছেই শিখেছি, দেখেছি। সময়ের প্রয়োজনেই প্রিয়তমা সিরিজের কবিতাগুচ্ছ বই হিসেবে সবার হাতে থাকা উচিত।

**মোস্তাফিজুর রহমান সায়েম,** পাঠক

# সূচিপত্র


- ❖ হাজার বছর ১৫
- ❖ অপেক্ষার প্রহর ১৮
- ❖ বিরহের মরুভূমি ১৯
- ❖ একদিন ২০
- ❖ আমার চাঁদ ২২
- ❖ নিবন্ধিত ফুল ২৪
- ❖ পবিত্র স্বপ্ন ২৬
- ❖ পবিত্র বন্ধন ২৮
- ❖ মোহরানা ৩০
- ❖ রত্নের যত্ন ৩৩
- ❖ ঘুমের পরী ৩৬
- ❖ রাগ করো না ৩৮
- ❖ ভ্রমণের সাথি ৪০
- ❖ বাবা মা ৪২
- ❖ সংসার দুজনের ৪৪
- ❖ দায়িত্বটা নিয়ো ৪৫
- ❖ নামাজ ৪৭
- ❖ জায়নামাজ ৫১
- ❖ জীবনটাকে গড়ো ৫৩
- ❖ নাফসের জিহাদ ৫৫
- ❖ পর্দা ৫৭
- ❖ কথা ৬০
- ❖ বিশ্বাস ৬২
- ❖ সমঝোতা ৬৫

| | |
|---|---|
| ❖ ভারসাম্য | ৬৮ |
| ❖ উত্তম চরিত্র | ৭০ |
| ❖ সম্মান | ৭২ |
| ❖ ভাঙা গড়া | ৭৪ |
| ❖ জীবনের মায়া | ৭৬ |
| ❖ চাওয়া পাওয়া | ৭৮ |
| ❖ প্রতিবেশী | ৮০ |
| ❖ মেহমান | ৮১ |
| ❖ অবহেলা | ৮৩ |
| ❖ অহমিকা | ৮৫ |
| ❖ সন্তান | ৮৬ |
| ❖ তানযীম তারবিয়াত | ৮৯ |
| ❖ দান | ৯৩ |
| ❖ জীবনের সাইক্লোন | ৯৫ |
| ❖ আমি | ৯৭ |
| ❖ প্রতিবাদী কবি | ৯৯ |
| ❖ মোনাজাত | ১০০ |
| ❖ ভুলোমনা | ১০২ |
| ❖ দ্বীন কায়েমের শপথ | ১০৫ |
| ❖ শাহাদাত | ১০৭ |
| ❖ দুর্দিনে পাশে থেকো | ১০৯ |

# হাজার বছর

প্রিয়তমা,
হাজার বছর বেঁচে থাকলে চাইতাম আরো পরে,
শত বছর গেলে না হয় আসতে হৃদয় ঘরে।
শত বছর স্বপ্ন দেখা যেত তোমায় নিয়ে,
শত বছর পরেই না হয় করে নিতাম বিয়ে।

শত বছর ডুবে যেতাম শুধুই তোমার মাঝে,
শত বছর দিতাম না মন অন্য কোনো কাজে।
শত বছর দেখেই যেতাম তোমায় দুচোখ ভরে,
শত বছর রেখে দিতাম বুকে আপন করে।

শত বছর ভালোবাসার বাগান হতো ফুলের,
শত বছর গন্ধ নিতাম তোমার ভেজা চুলের।
শত বছর তোমার আমার সংসার হতো সুখের,
শত বছর মেনে নিতাম সময় এলে দুখের।

শত বছর তুমি আমি বিশ্ব ঘুরে আসতাম,
শত বছর যত্নে শুধু তোমায় ভালোবাসতাম।
হাজার বছর ইবাদাতের তুমি হতে সাথী,
তাহাজ্জুদের জায়নামাজে কাটতো হাজার রাতি।
...

**(বাকি অংশ বইতে)**

# একদিন

একদিন,
আমাদের সকাল হবে আমাদের
দুপুর বিকেল রাতও হবে আমাদের
বৃষ্টিস্নাত বিকেল, জোছনার রাত
কুয়াশা ভেজা নরম ঘাসও হবে আমাদের।

আমাদের সংসারে,
তুমি আমার, আমি তোমার
আমরা হবো আমাদের।

প্রিয়তমা,
সুখের চেয়ে সাম্রাজ্য বড়ো নয়
অভাব নয় ভালোবাসার প্রতিবন্ধকতা
হৃদয়ে থাকলে দূরত্ব নয় দূরে থাকা
হাসির জন্য দুটি ঠোঁটই যথেষ্ট।

সহধর্মিণী,
আমাদের পবিত্র বন্ধন অনন্তকালের
তুমি হবে হুরদের রানী
আমি হবো তোমার জান্নাতের পাখি
পোষ মেনে যাবো তোমার আঁচলে
...
**(বাকি অংশ বইতে)**

# বাবা মা

প্রিয়তমা,
বাবা-মা'র চেয়ে বেশি এই পৃথিবীতে
আমাদের আর কেউ বাসে না তো ভালো,
যাদের আদরে হই ছোটো থেকে বড়ো
জীবন আঁধারে যারা জোছনার আলো।

যাদের ত্যাগের ঋণ হয় না তো শোধ
আমৃত্যু থাকে যারা আমাদের পাশে,
স্বার্থের ঘুণেধরা মানুষের ভিড়ে
প্রকৃত ভালোবাসা তারাই তো বাসে।

তারাই তো মন থেকে দুইহাত তুলে
আমাদের ভালো চেয়ে রোজ দোয়া করে,
তারাই তো জীবনের সবটুকু দিয়ে
আমাদের শূন্যতা দিতে চায় ভরে।

যতবেশি ভালোবাসি আমরা তাদের
তারচেয়ে বেশি তারা আমাদের বাসে,
ততটুকু সেবা কভু পারি না তো দিতে
যতটুকু থাকে তারা আমাদের পাশে।...

**(বাকি অংশ বইতে)**

# মোনাজাত

প্রিয়তমা,
আকাশের চেয়ে হোক হৃদয়টা বড়ো
সাধ্যের চেয়ে বেশি থাক উদারতা,
চলাফেরা আচরণে নমনীয় হয়ে
অমায়িক ব্যবহারে বলি যেন কথা।

মানুষের সুদিনের না হলেও সাথি
দুর্দিনে আমি যেন থাকি তার পাশে,
শোকের অতলে যার ডুবে গেছে তরি
আমার ভেলায় যেন তার খুশি ভাসে।

উপকারে না এলেও অপকার যেন
কখনো না হয় কারো এ আমার দ্বারা,
কারো প্রতি চাই না তো প্রতিশোধ নিতে
ব্যথা যারা দিয়েছিল ভালো থাক তারা।

সত্যের পথে যেন থাকি অবিচল
আলো হয়ে জ্বলি যেন আঁধারের বুকে,
স্বার্থের চেয়ে বেশি হয়ে মানবিক
হাসির কারণ যেন হই শত মুখে।...

**(বাকি অংশ বইতে)**